রূপনিকেতনের

অরুণ লাড়িয়া প্রযোজিত

রূপনিকেতনের প্রথম নিবেদন

শেষপ্রহর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

প্রান্তিক

কাহিনী
সুবোধ ঘোষ

সঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রশিল্পী : সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দ্দেশ : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পদনা : দুলাল দত্ত।
ব্যবস্থাপনা : মুকুল চৌধুরী। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, সুজিত সরকার।
রূপসজ্জা : হাসান জামান। আবহ সংগীত : ভি. বালসারা।
আবহসঙ্গীত, সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ।
নেপথ্য কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
যন্ত্র সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত। প্রচার সচিব : সুকুমার ঘোষ।
পরিচয়লিপি পরিকল্পনা : শিশির দত্ত। স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ।

সহকারী

পরিচালনায় : স্বদেশ সরকার। চিত্রগ্রহণ : পূর্ণেন্দু বোস। সম্পাদনা : কালীদাস বোস
সঙ্গীত পরিচালক : সমরেশ রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন,
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, এড্‌ল, ভোলানাথ সরকার। শিল্পনির্দেশনা : সুরথ দাস
ব্যবস্থাপনা : রতি দাস, নিতাই জানা, রমণী দাস। রূপসজ্জা : সত্যেন ঘোষ, সরোজ মুন্সী।
আলোকসজ্জাতে : কেনারাম হালদার, বেনু ধর, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং
রামখেলান, কেষ্ট দাস, নুরু। সাজসজ্জায় : গনেশ মণ্ডল।
পোষাক পরিচ্ছদ : দি নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও সাপ্লাইয়ার্স।

রূপদানে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল

ছায়া দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, বীরেশ্বর সেন, ধীরাজ দাস, অর্পণা দেবী, চিত্রা মণ্ডল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশ সরকার, সোমনাথ মণ্ডল (এ্যাঃ), ননী গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন চক্রবর্তী, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, পরিতোষ চৌধুরী, মহেন চৌধুরী, গদাধর সেন, শৈলেন ঘোষ, মুকুন্দ চক্রবর্তী, অচিন সরকার, শ্রীমান প্রদীপ, শ্রীমান অঞ্জন, কেষ্ট, রমণী, শ্রীমান সুসন, হাসি, সরোজ এবং আরো অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্মল টুলস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ ও কর্মীবৃন্দ, ডি. পি. রায়, পি. বি. দত্ত, এইচ ব্যানর্জ্জি, এ. কে. ঘোষ, সুনীল মজুমদার, বরদা গুহ, কোয়ালিটি, গোবিন্দ ঘোষাল, চ্যাটার্জি ব্রাদার্স, সুবোধ মিত্র, ডি.পি. খৈতান, কোকা কোলা, সোসাইটি অব কন্‌টেম্পোরারী আর্টিস্ট, দি হোটেল মিনার্ভা, দি ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিকেল ওয়ার্কস্, সুধীর দত্ত, হস্‌পিট্যাল এপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ১০১ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২, নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওজ (প্রাইভেট) লিঃ এ গৃহীত। আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ (প্রাইভেট) লিঃ-এ পরিস্ফুটিত, শব্দযন্ত্র : ওয়েষ্ট্রেক্স,

পরিবেশক : লাড়িয়া ফিল্মস্

শেষ প্রহর। কেবিনম্যান যখন চাকা ঘোরায়, টুং টুং মিষ্টি সুর তুলে লেভেল ক্রশিং-এর গেট যখন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক সেই সময়ে ফোরম্যান প্রভাত রায় ঐ গেট পেরিয়ে রোজ কাজে যায়।

আজও তাই যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাইনের ধারে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, তার সাড়া পেয়েই ছায়ামূর্তিটা চকিতে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটা প্রভাতের কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকে। সে একটু শঙ্কিত হয়ে ছায়ামূর্তিটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে।

অনেক দূর থেকে এই লাইনের প্রথম গাড়ির হুইশ্‌ল্ ভেসে আসে। গুরু গুরু শব্দ তুলে ট্রেন এগিয়ে আসছে। ছায়ামূর্তিটা চুপি চুপি

শেষ প্রহর

কাহিনী

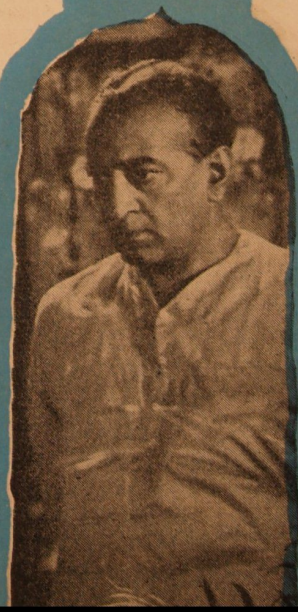

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়েই লাইন ধরে ছুটতে থাকে। আশু ঘটনার মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভেবে প্রভাতও ছুটে যায় ছায়া-মূর্তিটার দিকে। এক ঝটকায় টান মেরে লাইনের ওপর থেকে সরিয়ে এনে প্রভাত ছায়ামূর্তিটাকে সজোরে তার দুই বলিষ্ঠ আবেষ্টনীতে চেপে ধরে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে ট্রেণটা তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

একটি মেয়ে। প্রভাত তাকে চিনতে পারে। প্রীতি সরকার। তার ছোট বোনের বন্ধু, একই পাড়ায় থাকে।

প্রভাত ওর কাছ থেকে একটা কথা আদায় করে নেয়।—'কথা দিন, আর কখনো এই চেষ্টা করবেন না।'

প্রভাতের ঐ দাবীর কাছে প্রীতি হার মেনে যায়। নিরুত্তরে কেবল মাথা নাড়ে।

তারপর প্রভাত চলে যায় তার কাজে, আর প্রীতি তার বাড়ির পথে। এই ঘটনাটুকুর কেউ সাক্ষী থাকে না, থাকে শুধু ঐ মূক রেলপথটি আর শেষ প্রহরের ঐ প্রথম ট্রেণটা।

প্রীতি বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে বলে গোপালপুরের মতো নির্জন জায়গায় কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসার কথা। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় সে।

আর প্রভাত কাজে গিয়েও ভুলতে পারে না ভোরের এই ঘটনাটুকু। প্রশ্ন ওঠে তার মনে—এমন কি অতীত ঐ মেয়েটার, যার জন্য একেবারে আত্মহত্যা—প্রশ্ন ওঠে আর তার অজান্তেই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনা হতেই নিয়ে নেয় প্রভাত। মেয়েটাকে আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে তার বাঁচার আনন্দটুকুকে।

ছোট বোনের কাছে জানতে পারে প্রীতি সম্পর্কে কয়েকটা টুকরো কথা, আর একটি নাম—অতীশ মজুমদার। বুঝতে পারে ঐ লোকটিই প্রীতির সমস্ত বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, ঠকিয়েছে তাকে। যার জন্য হয়তো প্রীতিকে শেষ প্রহরে···

আর যেদিন প্রীতি চেষ্টা করেছিল আত্মহত্যার, সেদিন দুপুরে অতীশ আসে প্রীতির কাছে। কিছু যেন বলতে চায় সে কিন্তু বলা হয় না। তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে প্রীতি তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়···

গোপালপুরে পালিয়ে এসে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উদ্দামতা আর অসীম শূন্যতার মাঝে প্রীতি শান্তি খুঁজেছিল। কিন্তু শান্তি কি পেল? —ঐ নির্জনতা আর শূন্যতাই তার অতীতকে আবার মুখর করে তুললো—মুখর করে তুললো আর মনে পড়ে গেল অতীশ আর ওর সম্পর্ক—কেমন করে গড়ে উঠেছিল আর কেমন করেই বা শেষ হয়ে গিয়েছিল সব—তারপর ট্রেণের লাইন, প্রভাত—সব কিছুই—

আবার ফিরে এলো কলকাতায়, হয়তো শান্তি পেতে। কিন্তু শান্তি কি পেয়েছিল প্রীতি? না, যে অতীশ ছিল ওর আত্মহত্যা করতে যাবার কারণ, সে ওর মনে বিভীষিকাই হয়ে রইল? না, যে প্রভাত তাকে ঐ ভুল থেকে বাঁচালো—সে তার স্বাভাবিক জীবনটাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পেরেছিল? পেরেছিল বাঁচার আনন্দটুকুকে সার্থক করতে?

শেষ প্রহর

কাহিনী

প্রীতি প্রভাতের কাছে জানতে চেয়েছিল, আমার আর কি থাকতে পারে? প্রভাত জানিয়েছিল, তা হয়তো আমি এখন চট করে বলতে পরবো না—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে জীবনে ঠকাটাই সবচেয়ে বড়কথা নয়—আরো অন্য কিছু আছে···

অতীশ প্রভাতকে প্রশ্ন করেছিল, প্রভাতবাবু, বলতে পারেন মানুষের বিশ্বাস ভেঙে যায় কেন?

প্রভাত অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল, দেখুন চট করে আমি এর কি উত্তর দোব, আসলে কি জানেন আমাদের কারো পায়ের নীচের মাটিটা বোধহয় তেমন শক্ত নয়—একটু ভুল হলেই ব্যস···

আর প্রভাত নিজের বোন হেনাকে বলেছিল, পৃথিবীটা বড় গোল-মেলে রে?

শেষ প্রহর

কাহিনী

(১)

এই স্তব্ধ রাত্রির বন্ধুর পথ ধরে মনটা যে কোন্ দূরে চলে যায়,
ঘুম ঘুম নিঝুম আকাশের তারাগুলি ডেকে বলে আয় কাছে আয়।
শান্ত এ রাত ক্লান্ত এ মনে আনে আশা
আসে সুর আসে না তো ভাষা,
ঝিরি ঝিরি দোল দোল বাতাসের কথা শুনে
সব কথা রূপকথা হতে চায়।
কান্না ভরা কণ্ঠে যেন কে ডাকে—
কাছে যাই ছুটে যাই—
সে তো হাসি হয়ে মন ভরে রাখে।
রিক্ত যে সব নেই কলরব নেই আলো
তবুও তো লাগে যেন ভালো
ঝর ঝর কুঞ্জের ফোটা ফুল পুঞ্জে
ভ্রমরের সুর, মন খুঁজে পায়।

শেষ প্রহর

গান

(২)

চুপ চুপ কথা বল না
বাতাস বলুক,
তোমার আমার কথা
বলি বলি করে যা বলা হ'ল না।
না না কোন কথা নয়
স্বপ্নেই মন যেন ভরে রয়।
আজ শুধু আমার পানে,
আবেশ ভরানো,
ঐ আঁখি তোল না॥
আজ দু'টি মন আনন্দে ভরবে
অধীর অধরে হাসি ঝরবে—
যেন শুধু সারাটি প্রহর—
প্রাণের খুশিতে আজ,
দোলে দোলনা